নারীশ্রমিক বার্তা

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র ষাণ্মাসিক বুলেটিন বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০২ | জুলাই-নভেম্বর ২০১৭

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কথা

পারিবারিক-সামাজিক, কর্মস্থল-সহকর্মী ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল বাধা অপসারণ করে ২০২০ সালের মধ্যে সকল স্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে এবং ২০৩০ সালে ৫০:৫০ অর্জনের আহ্বান জানিয়ে ২০১৬ সালের ২৩ শে নভেম্বর নারীশ্রমিক কণ্ঠ নারীশ্রমিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই একই দাবিতে নারীশ্রমিক কণ্ঠ ২০১৭ সালেও ছিল সরব। বছরজুড়ে সংলাপ, সভা, জনপ্রতিনিধিদের সাথে এডভোকেসি সভা ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। কর্মসূচিগুলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ (শ্রম প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রী ও নৌপরিবহন মন্ত্রী) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরগুলি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উন্নয়ন সংগঠন, গণমাধ্যম, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সেক্টরাল প্রতিনিধি ও নারীশ্রমিকেরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিগুলি থেকে উপরোক্ত দাবি বাস্তবায়নে অনেক সুপারিশ উঠে এসেছে। সবাই এর পক্ষে একাত্মতা পোষণ করে একটি ঐকমত্যে পৌঁছেছে এবং সিদ্ধান্ত হয় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এখনই সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে সংগঠনগুলির কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং নারীর প্রতি সমমর্যাদার চর্চা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি নারীতে নারীতে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। নারী জনপ্রতিনিধিগণও ট্রেড ইউনিয়নসহ সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীশ্রমিকদের স্বার্থে সংসদীয় ককাস গঠনের পক্ষে মত দেন এবং তারা বলেন, নারী হওয়ার কারণে আমাদেরকেও নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। তারাও চান ট্রেড ইউনিয়নে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের কমিটিগুলিতে ও আগামী নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হোক। এখন পরিবর্তনের সময়। সেই পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে নারীও তার যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে। প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ও অবস্থানকে টেকসই করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।

তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে হতাহত শ্রমিকদের স্মরণ

২৪ নভেম্বর ২০১২ তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডে আগুনে পুড়ে ১১২ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং আহত হয় অনেকে। আহত শ্রমিকেরা শারীরিক আঘাতের কারণে এখনও সেই দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে এক দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে। ২৪ নভেম্বর তাজরীন দিবস। নারীশ্রমিক কণ্ঠ নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের স্মরণ করছে এবং সকল শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণসহ আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবি করছে।

সূচিপত্র

০১ | নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কথা
০২ | বিশেষ পাতা: সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ
০৬ | নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কার্যক্রম
১০ | সদস্যভুক্ত সংগঠনগুলির কার্যক্রম
১০ | পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রম সংবাদ
১১ | নারীশ্রমিকের আইনগত অধিকার
১১ | নারীশ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
১২ | গণমাধ্যমে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কর্মপ্রবাহ

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

এখনই ২০২০ সালে সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণের কাজ শুরু করতে হবে

[২০৩০ সাল আন্তর্জাতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতকের সময়ে যে নারীরা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল এবং সে সময়ে শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করেছিলেন শুধু একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তা হল নারীর সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' সর্বস্তরে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০:৫০ নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ২০২০ সালে সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এডভোকেসি সভা, মতবিনিময় সভা, সমাবেশ ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রচার-প্রচারণার কাজ করে আসছে। গত ১৪ অক্টোবর নারীশ্রমিক কণ্ঠ নারী সংসদসদস্যদের সাথে একটি এডভোকেসি সভার আয়োজন করে।]

সভার ধারণাপত্র

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমান সমান অংশগ্রহণ প্রতিটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনও দীর্ঘদিন ধরে সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্বের দাবি করে আসছিল তবে নারী আন্দোলন থেকে এখন দাবি উঠেছে ৫০:৫০ অংশগ্রহণের। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানেও নারীর সমান অধিকারের কথা বলা আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত বিভিন্ন সনদেও (বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর একশন, সিডও সনদ, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)) বাংলাদেশ অঙ্গীকার করেছিল। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, নারী আন্দোলনের সমন্বয়ে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি, নারী উন্নয়ন অনেকটাই এগিয়ে আছে। কিন্তু প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশাসনিক দুর্বলতা, আইন বাস্তবায়নে গড়িমসি, অঙ্গীকারের অনিশ্চয়তা, অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাও আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জাতিসংঘের সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট সলুশন্স নেটওয়ার্কের এসডিজি সূচক এবং ড্যাশবোর্ডস রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান বাদে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে (সূত্র: অনলাইন)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুনাম ধরে রাখতে হলে বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কঠোর ও দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণের বিকল্প নেই।

দুঃখের বিষয় আমরা এখনও সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারি নাই। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৫ নং লক্ষ্যমাত্রায় বলা আছে, লিঙ্গসমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা। নারীশ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম নারীশ্রমিক কণ্ঠ ২০২০ সালের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নসহ সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০:৫০ সমতার প্রস্তুতির জন্য সকলকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

নারীশ্রমিক আমাদের দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। তৈরি পোশাক কারখানা নারীর হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি শিল্প। অভিবাসী শ্রমিক হিসেবেও নারীশ্রমিকেরা অর্থবহ ভূমিকা রাখছে। নারীশ্রমিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। প্রত্যেক নারীই কর্মজীবী-শ্রমজীবী। ঘরে বাইরে সর্বত্রই নারীর শ্রমের ছোঁয়া। প্রতিনিয়তই তাঁরা

পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে শৃঙ্খলিত করে; শ্রমজীবী এই গোষ্ঠী সবসময়ই উপেক্ষিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে নারীশ্রমিকের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধান্ত-নেতৃত্বের প্রতিটি ধাপে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে নারীশ্রমিকেরা কখনই তার সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে না এবং উন্নয়নের অংশীদার হতে বঞ্চিত হবে।

মাননীয় সংসদসদস্য বৃন্দ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান জোট সরকার নারীবান্ধব ও শ্রমিকবান্ধব। নারী ও শ্রমজীবীদের উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাই জনগণের আস্থাশীল এই সরকারের সংসদসদস্য হিসেবে আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক। নারীশ্রমিক কণ্ঠ আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে নারীশ্রমিকের পক্ষে কাজ করে যাবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

২০২০ সালে সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় মাননীয় সংসদসদস্যদের প্রতি নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সুপারিশ:

- পারিবারিক-সামাজিক, কর্মস্থল-সহকর্মী ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল বাধা অপসারণ করে ২০২০ সালের মধ্যে সকল স্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে এবং ২০৩০ সালে ৫০:৫০ অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়নে নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারীশ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পার্লামেন্ট মেম্বার গ্রুপ ও সংসদীয় ককাস গঠন করতে হবে।
- আর দেরী নয় এখন থেকে ট্রেড ইউনিয়নসহ সরকারি-বেসরকারি সংগঠনসমূহের কাউন্সিলে ৩০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষায় আইনের বাস্তবায়ন ও যাদের জন্য আইন নেই তাদের জন্য আইন প্রণয়নে এগিয়ে আসতে হবে।
- মধ্যবিত্ত-স্বল্প আয়ের নারীশ্রমিক ও কর্মজীবী নারীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা গ্রহণে সংসদে কথা বলতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়নসহ সামাজিক-রাজনৈতিক-সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'মনিটরিং সেল' গঠন করতে হবে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নারীশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত না করা হলে সরকারিভাবে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত করতে হবে। এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের নজরদারি করতে হবে।
- সরকারিভাবে নারীর অগ্রগতি বিষয়ে বার্ষিকভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করে যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলি চিহ্নিত করে সে সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে জনপ্রতিনিধিদের কাজ করতে হবে।
- সরকারিভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় (৬) মাস করার আইন হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মজীবী-শ্রমজীবী নারীদের জন্য সমানভাবে ছয় মাস (৬) মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করতে হবে। পিতৃত্বকালীন ছুটিও সরকারিভাবে করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্যারেন্টাল লীভ আইন প্রণয়নে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে।
- নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণে গৃহশ্রমে পুরুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইন করতে জনপ্রতিনিধিদের সংসদে আওয়াজ তুলতে হবে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে মহামান্য হাইকোর্টের নীতিমালা (এএইচসি) বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাধ্য করতে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে।
- নিরাপদ ও নারীবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ করে মেট্রোপলিটন শহরে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে

নারীশ্রমিক কণ্ঠ উপরোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে আপনাদের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করছে এবং জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করার জোরদাবি জানাচ্ছে।

সভায় উপস্থিত সংসদ সদস্য ও নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্যদের বক্তব্য

শিরীন আখতার এমপি, আহ্বায়ক নারীশ্রমিক কণ্ঠ

আমাদের দেশ নারীপ্রধান দেশ। সকলক্ষেত্রে নারীরা দৃশ্যমান। একটি দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খাত হল অর্থনীতি খাত। সেই খাতটার চাকা ঘুরাচ্ছে নারীরা। আমাদের অর্থনীতির বড় দুইটি খাত তৈরি পোশাক খাত ও কৃষিখাত। এই দুটি অগ্রসরমান জায়গা এগিয়ে চলেছে নারীর শ্রমে-ঘামে। প্রশ্ন হল সেই নারীরা প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে কিনা কথা বলতে পারছে কিনা, নেতৃত্ব দিতে পারছে কিনা। শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবী পুরুষ দ্বারা শাসিত সমাজ। তাই আমাদের দেখতে হবে নারীরা কতটুকু তার সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে আছে। ঘর থেকে শুরু করে বাইরে নারীরা কাজ করে চলেছে। সুতরাং সেই জায়গা থেকে আজকে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে আমরা যেখানে আইন প্রণয়ন করি সেই সংসদে এই বাস্তবতার কথাগুলি তুলে ধরে যেখানে যথাযথ আইন প্রণয়নের দরকার সেখানে আমরা ভূমিকা রাখতে পারি কিনা এবং আরও কি কি করতে পারি সে লক্ষ্যে এই এডভোকেসি

সভা। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বার হাজার সিটের জন্য বিয়াল্লিশ হাজার নারী অংশগ্রহণ করেছিল। সে সময়ে পরিবারও তাদের সাহায্য করেছিল। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলে এবং সাধারণ আসনে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে লড়াই করতে হবে। এই সভায় যে যে সুপারিশগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলির গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি নিয়ে সংসদসদস্যরা ৭১ বিধিতে কথা বলতে পারেন। পাশাপাশি নারীশ্রমিকদের জন্য 'নারীশ্রমিক সংসদীয় ককাস' গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

নাজমা আক্তার

সদস্য, নারীশ্রমিক কণ্ঠ এবং সভাপতি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

অর্থনীতিতে নারীশ্রমিকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কিন্তু শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। বেশিরভাগ নারীশ্রমিকই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সাথে জড়িত। তাদের অনেকেই চুক্তিভিত্তিক এবং হোমবেইজড হিসেবে কাজ করছে। কল-কারখানার নারীশ্রমিকদেরকেও ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির আওতায় আনার জন্য দাবি জানাচ্ছি। সরকারিভাবে মহান মে দিবসে এর উপর একটা ঘোষণা এসেছিল কিন্তু কার্যকর হয়নি। আমরা শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মজুরি ও নিয়োগপত্র নিশ্চিত করতে না পারলে কোন অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারব না।

হামিদা খাতুন

সদস্য, নারীশ্রমিক কণ্ঠ এবং সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল

শ্রম আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে ছয় মাস করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। এর জন্য জনপ্রতনিধিদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি। যৌনহয়রানি বিষয়ে শ্রম আইনে পূর্ণাঙ্গভাবে বলা নেই। ঐ ক্লজটি পূর্ণাঙ্গ আইন এবং বিধিমালা দিয়ে সংশোধন করার সুপারিশ করছি। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অন্তর্ভুক্তি কম। ট্রেড ইউনিয়নে শুধুমাত্র মহিলা সম্পাদক পদে নারীদের নেয়া হয়। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সময় যে কোন পদে নারীরা আসতে পারবে আইনে তার সংশোধন আনলে নারীর অন্যান্য পদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। শ্রম আইনে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' থেকে সুপারিশ করছি।

মুর্শিদা আখতার

সদস্য, নারীশ্রমিক কণ্ঠ এবং সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়ন

আমি গৃহশ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছি। গৃহশ্রমিকদের গুরুত্ব অনেক। গৃহশ্রমিকেরা ঘরে আমাদের সাহায্য করছে বলেই নারীরা বাইরে কাজ করতে পারছে। অথচ পত্রিকায় আমরা দেখছি গৃহশ্রমিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে, মেরে ফেলছে। গৃহশ্রমিকদের জন্য প্রণীত গৃহশ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমি গৃহশ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি এবং নীতিমালার আলোকে আইন করার জন্য দাবি করছি।

শামসুন্নাহার জোৎস্না

সদস্য নারী বিষয়ক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

২০৩০ সালের মধ্যে ৫০:৫০ করার জন্য যে সুপারিশগুলি এসেছে আশা করি তা উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছাবে। আমাদের মেয়েদের চলার পথে কোন নিরাপত্তা নেই। তারা পরিবহনের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। প্রতিক্ষেত্রে নারীরা সামাজিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। যেমন-রাতে ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং থাকায় মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারছে না। রাষ্ট্রকে নারীদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে নারীরা আরও বেশি বের হবে। নারীরা কাজে যুক্ত হচ্ছে কিন্তু অধিকার পাচ্ছে না। বাচ্চা রাখার জায়গা নেই। মেয়েদের জন্য থাকার হোস্টেল নেই। প্রতিটি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ডে-কেয়ার ও হোস্টেল থাকলে নারীরা দক্ষতার সাথে আরও বেশি কাজ করতে পারত। রাষ্ট্রও আইনের মাধ্যমে নারীদের প্রতি বৈষম্য করছে যেমন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের করণীয় এর পাশাপাশি সমাজকেও দায়িত্ব নিতে হবে। অভিবাসী নারীশ্রমিকদের আয়ের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স আসছে। দেশ উপকৃত হচ্ছে। অথচ সেই নারীশ্রমিকেরা নির্যাতিত হচ্ছে। যেসব দেশে অভিবাসী শ্রমিকেরা আছে তাদেরকে নিয়ে একটা পরিসংখ্যান করা জরুরি। পরিসংখ্যনে তাদের সমস্যা, কত শ্রমিক আছে এবং কিভাবে আছে এগুলি থাকতে হবে। শ্রমিকদের জন্য একটা কার্ড থাকলে তারা স্বাস্থ্য, পরিবহন ও রেশন সুবিধা পেত।

লিমা ফেরদৌস

সদস্য, নারীশ্রমিক কণ্ঠ এবং সভাপতি, গার্মেন্টস-শ্রমিক কর্মচারী লীগ

কারখানায় যাওয়ার সময় বাচ্চাদের কোলে করে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া নারীশ্রমিকদের জন্য বিরাট সমস্যা। তারা তাদের খাবারের ব্যাগ ধরবে না বাচ্চা সামলাবে। সেজন্য তারা বাচ্চাদের আনা-নেয়ার অসুবিধার কারণে ডে-কেয়ারে রাখতে চায় না। তাই শ্রমিকদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা থাকাটা খুবই জরুরি। উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে আমাদের অনুরোধ এ বিষয়ে আপনারা সংসদে কথা বলুন। নারীশ্রমিকেরা গার্মেন্টস, ঔষধ কোম্পানি, চিংড়ি ও অভিবাসী খাতে অবদান রাখছে অথচ সেই নারীরা গর্ভবতী হলে ৬ মাস ছুটি পাবে না এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা গার্মেন্টসে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সময় নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতেছি। কিন্তু ওয়াসা, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা সম্পাদক এবং খুব বেশি হলে সহ-সভাপতি ছাড়া নারীদের জন্য আর কোন পোস্ট থাকে না। তাই এই জায়গাগুলিতে নজর দিতে হবে এবং যে কোন পদে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নারীকে সুযোগ দিতে হবে।

উম্মে হাসান ঝলমল

সদস্য, নারীশ্রমিক কণ্ঠ এবং সভাপতি, জাতীয় নারীশ্রমিক জোট

নারী ও নারীশ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা যাতায়াত সমস্যা। পরিবহন সংকট দূর হলে নারীদের চলাফেরা সহজ হবে এবং নারীরা এগিয়ে যেতে পারবে।

সুলতানা বেগম

সদস্য, নারীশ্রমিক কণ্ঠ এবং সভাপতি, গ্রীনবাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

২০১৮ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র প্রতিনিধি দেখতে চাই। এখন চালের কেজি ৬৫ টাকা। বেশি দামে চাল কিনে খাওয়া শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই উপস্থিত সংসদসদস্যদের কাছে আমার দাবি সরকার যেন শ্রমিকদের জন্য স্বল্প মূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে। শিল্পঘন এলাকায় শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল থাকলে গর্ভকালীন সময়ে তারা সেখানে ব্যবস্থা নিতে পারত। সরকার ও মালিকের যৌথ উদ্যোগে শিল্পঘন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বাচ্চারা সেখানে পড়ালেখা করার সুযোগ পেত। এই বিষয়গুলির উপর আমি সংসসদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সেলিনা আখতার এমপি

আমরা নারীরা এখানে বসে কথা বলতে পারছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য। তিনি নারীবান্ধব ও শ্রমিকবান্ধব। ১৯৯৭ সালে তিনি নারীর ক্ষমতায়নে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। এই নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে নিয়ে একটি দল ষড়যন্ত্রও করেছিল। ২০১১ সালে আবার মহাজোট সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন করে। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নারী কিন্তু সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক। তাই সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের সরকারের রূপকল্পে নারীকে সামনে নিয়ে আসার বিষয়ে বলা আছে। কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলার ১৩ জন নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে ৮ জনই হলেন নারী। এর একটি ইউনিয়ন যেখানে কাজ করতে নানা প্রতিবন্ধকতায় পড়তে হয়। একজন নারী নির্বাহী কর্মকর্তা ঐ ইউনিয়নে মাদক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। নারীরা যোগ্যতা দিয়ে কাজ করতে পারে এটা প্রমাণিত। আইনের প্রয়োগ আইন দিয়ে হয় না। আপনাকে আইন সম্পর্কে জানতে হবে, আপনাকে আপনার সীমা বুঝতে হবে। সরকার আপনার জন্য কতটুকু পদক্ষেপ নিচ্ছে দেখতে হবে। কর্মজীবী মায়েদের কাজের সুবিধার্থে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিটি জেলায় একটি করে ডে-কেয়ার দিয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে সরকার ৪০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০:৫০ সমতার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা মাঠে নেমেছি। এই কাজ আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে আমরা এগোতে চাই।

এডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি

২০৩০ সালে ৫০:৫০ সমতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আমাদের ধাপগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এগোতে হবে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলিতে ৩০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৯ সালের নির্বাচনেও ৩০% নারীর অংশগ্রহণের জন্য কাজ করতে হবে। গ্রাম উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। নারীরা কিভাবে তার অধিকার আদায় করে নিবে তাও তাকে ঠিক করে নিতে হবে। ইতিমধ্যে সংসদে কয়েকটি ককাস গঠিত হয়েছে। দুটি ককাসে আমি আছি। দল যার যার দেশটা সবার। নারীশ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য ককাস গঠনে আমরা আছি। নারী ও নারীশ্রমিকের অধিকার রক্ষার বিষয়গুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের কাছে পৌঁছাতে হবে।

আখতার জাহান এমপি

আমরা আজকে যারা নারী এমপি আছি তারা প্রত্যেকে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে আজ এই পর্যায়ে এসেছি। আমি ছাত্র জীবন থেকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ধাপে ধাপে যুক্ত হয়েছি। আমি নারী বলে মহিলা সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি আর কোন পদে নয়। মহিলা সংগঠনে সবাই নারী কোন পুরুষ নেই এবং আমাদের সমাজের ভাবনা-চিন্তায় গেঁথে

আছে নারীরা নারীদের নিয়ে কাজ করবে। পুরুষ শাসিত সমাজ তাই পুরুষেরা সমাজটা নিয়ন্ত্রণ করছে। বৈষম্যের সাথে এ সকল নিয়ম-নীতির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকের প্রধানমন্ত্রী নারীদের অধিকার বিষয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল। তিনিও বুঝতে পেরেছেন দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের বাইরে রাখলে দেশ অগ্রসর হবে না। মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া বলেছেন- আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কৃষি থেকে শুরু করে আজ সব জায়গায় নারীদের পদচারণা। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ থেকে উন্নীত করে ৫০ করা হয়েছে। 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' নারীসমাজের পক্ষ হয়ে এবং জনগণের পক্ষ হয়ে কাজ করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সবসময় থাকবে।

রিফাত আমিন এমপি

সরকারিভাবে কর্মজীবী নারীরা ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছেন আশা করি বেসরকারি পর্যায়েও এই আইনটি সকলের জন্য সমান করা হবে এবং আমরা জনপ্রতিনিধিরাও এর পক্ষে কাজ করব।

এডভোকেট রাজিয়া কাজল এমপি

আমাদের সরকার নারীবান্ধব তাই নারীদের অধিকার আদায় হবেই। এই দেশে জনসংখ্যার দিক থেকেও নারী ও পুরুষ অর্ধেক অর্ধেক। তাই অধিকারের ক্ষেত্রেও আমরা ৫০:৫০ চাই। ৩৪% নারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। আমরা চাই ৫০% নারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকুক। নারীশ্রমিকদের ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও নারীশ্রমিকদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা, যৌন নির্যাতন মুক্ত নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে আমরা সংসদে কথা বলব।

এডভোকেট হোসনে আরা বেগম বাবলী এমপি

নারীদের চলার পথ মসৃন নয়। সকল বাধা পার করে নারীদের কাজ করতে হয়। নারীর সমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা খুবই জরুরি এবং নারীদের সাবলম্বীও হতে হবে।

কামরুন্নাহার চৌধুরি এমপি

সংগ্রাম ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা যায় না। আমাদের নারীদের অধিকার আদায়ের পক্ষে এক হতে হবে।

অরুন্ধতি রানী

কর্মসূচি সমন্বয়ক, ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)

যে সব নারীরা সংসদে আছেন আপনারা সমাজে এগিয়ে থাকা নারী। আপনাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে আমাদের সদস্যাগুলি জানাতে পারি। সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে এখনও আমরা স্পষ্ট নই। এফইএস ও কর্মজীবী নারী একটি গবেষণা কাজ পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারব নেতৃত্ব পর্যায়ে কতজন নারী আছে এবং ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণ সমান করতে হলে কোন ধরনের পদক্ষেপে যেতে হবে।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কার্যক্রম

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কোরগ্রুপ সমন্বয় সভা

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সচিবালয় কর্মজীবী নারী'র সভাকক্ষে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র ১১ জুলাই, ৩০ অক্টোবর ও ৬ নভেম্বর কোরগ্রুপ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে এফইএস এর সহযোগিতায় কর্মজীবী নারী'র সাথে নারীশ্রমিক কণ্ঠের পরিকল্পিত কার্যক্রম যেমন- জনপ্রতিনিদের সাথে এডভোকেসি সভা, মতবিনিময় সভা ও প্রকাশনা-নারীশ্রমিক বার্তা'র উপর আলোচনা করা হয়। সভায় আরও আলোচনা হয় নারীশ্রমিক কণ্ঠকে কিভাবে গতিশীল ও বেগবান করা যায় এবং নারীশ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সাথে নিয়ে কাজ করতে পারবে। সভায় নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্য-সচিব রোকেয়া রফিক ও অন্যান্য সদস্য উম্মে হাসান ঝলমল, লিমা ফেরদৌস, হামিদা খাতুন, হেনা চৌধুরী, শাহিন আক্তার, কামরুননাহার, সায়েরা খাতুন ও সুলতানা বেগম এবং এফইএস এর কর্মসূচি সমন্বয়ক অরুন্ধতি রানী উপস্থিত ছিলেন।

নারীশ্রমিক কণ্ঠের সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সচিবালয় কর্মজীবী নারী'র মিটিং রুমে ১৯ আগস্ট নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার এমপির সভাপতিত্বে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্য লিমা ফেরদৌস, হামিদা খাতুন, সৈয়দা সেলিনা শেলী, হেনা চৌধুরী, শাহিন আক্তার, সাহিদা সরকার, কামরুননাহার. সায়েরা খাতুন ও এফইএস এর কর্মসূচি সমন্বয়ক অরুন্ধতি রানী। কর্মশালা পরিচালনা করেন সদস্য-সচিব রোকেয়া রফিক। এফইএস এর কর্মসূচি সমন্বয়ক অরুন্ধতি রানী বলেন, নারীশ্রমিকদের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি এবং তাদের অধিকার

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে নারীশ্রমিক কণ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীশ্রমিক নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই পারে নারীশ্রমিক কণ্ঠকে শক্তিশালী করতে এবং শ্রমিকদের দুঃখ-বঞ্চনা মুছতে। সভাপতির বক্তব্যে শিরীন আখতার এমপি বলেন, শ্রমজীবীদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র লড়াই-সংগ্রাম। নারীশ্রমিকদের পক্ষে আমাদের আওয়াজকে শক্তিশালী করতে হলে এক জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে নারীশ্রমিক কণ্ঠ আত্মপ্রকাশ করে। সকলের সহযোগিতাই পারে নারীশ্রমিক কণ্ঠকে বেগবান করতে। কর্মশালায় সদস্যরা ভবিষ্যতে নারীশ্রমিক কণ্ঠকে কেমন দেখতে চান এর উপর সকলে লিখিত মতামত ব্যক্ত করেন।

নারীশ্রমিক কণ্ঠের' আয়োজনে নারী সংসদসদস্যদের নিয়ে এডভোকেসি সভায় বলা হয়

সংসদে নারীশ্রমিক বিষয়ক সংসদীয় ককাস গঠন করতে হবে

'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' ১৪ অক্টোবর সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদের পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবে 'নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০২০ সালে সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণে করণীয়' শীর্ষক এডভোকেসি সভার আয়োজন করে। নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার, এমপির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন: আক্তার জাহান এমপি, রিফাত আমিন এমপি, সেলিনা বেগম এমপি, এডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি, এডভোকেট উম্মে রাজিয়া কাজল এমপি, কামরুন্নাহার চৌধুরী এমপি, হোসনে আরা বেগম বাবলি এমপি এবং নারীশ্রমিক কণ্ঠের নেতৃবৃন্দ উম্মে হাসান ঝলমল, লিমা ফেরদৌস, হামিদা খাতুন, নাজমা আক্তার, নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ. গণমাধ্যম কর্মী প্রমুখ। সভা পরিচালনা ও আলোচনা পত্র পাঠ করেন নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস-সচিব রোকেয়া রফিক। আলোচনা সভায় সংসদ সদস্যগণ একমত হন, যে সুপারিশগুলি আলোচনাতে উঠে এসেছে সেগুলি তারা সংসদে ৭১ বিধিতে তুলে ধরবেন এবং নারীশ্রমিকদের নিয়ে একটি সংসদীয় ককাস গঠনের উপর জোর দিষেন। নারীশ্রমিক কণ্ঠ সভার সুপারিশগুলির বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করছে এবং জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করার জোরদাবি জানাচ্ছে। সভাপতির ষক্তব্যে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার এমপি বলেন, আশা করি সভায় যে সুপারিশমালা উত্থাপিত হয়েছে সেগুলির গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহ ৭১ বিধিতে উপস্থিত সংসদসদস্যগণ তুলে ধরবেন। তিনি নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্যসদের স্বাক্ষরসহ দাবিনামা সংবলিত একটি স্মারকলিপি মাননীয় স্পিকার বরাবর দেয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। নারী ও নারীশ্রমিক সংশ্লিষ্ট আইনগুলির সংশোধনের লক্ষ্যে সংসদে একটি বেসরকারি বিল উত্থাপনের কথাও বলেন।

তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে জুরাইন কবর স্থানে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র পুস্পস্তবক অর্পণ

তাজরীন গার্মেন্টে অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী মালিকসহ অভিযুক্ত সকলের দ্রুত বিচার কর

নারীশ্রমিক কণ্ঠ ২৪ নভেম্বর তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে জুরাইন কবরস্থানে পুস্পস্তবক অর্পণ করে। নেতৃবৃন্দ বলেন, তাজরীন অগ্নিকাণ্ডের পাঁচ বছর হয়ে গেল অথচ এখনও এ ঘটনার সাথে জড়িত মালিক দেলোয়ারসহ কারও শাস্তি নিশ্চিত করা হয়নি। নেতৃবৃন্দ তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী মালিকসহ সকলের দ্রুত বিচারের দাবি জানায় এবং সকল শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণসহ আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবি করে। নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র নেতৃবৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন: উম্মে হাসান ঝলমল, শাহীন আক্তার পারভীন, হেনা চৌধুরী, সাহিদা সরকার, কামরুন নাহার প্রমুখ।

কর্মজীবী নারী ও নারী শ্রমিক কণ্ঠে'র গবেষণা

'ট্রেড ইউনিয়নের সর্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমতার উপায় চিহ্নিতকরণ'

এফইএস এর সহায়তায় কর্মজীবী নারী 'ট্রেড ইউনিয়নের সর্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমতার উপায় চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সেপ্টেম্বর মাসে পরিচালনা করে। এই গবেষণাটির উদ্দেশ্য হল: ১) বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনের কর্মী, সদস্য ও নেতা হিসেবে নারীশ্রমিকদের বাধা, সুযোগ এবং সম্ভাবনার আন্ডারস্কোর করা। ২) ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও কর্মসূচিগুলির সুপারিশ করার জন্য আইনগত কাঠামো এবং নীতিগুলি বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণার ফলাফলগুলি চারটি ক্ষেত্র বিবেচনা করে কয়েকটি এলাকায় তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষেত্রগুলি হল: তৈরি পোশাক খাত, নির্মাণ, চামড়া ও পরিবহন খাত। গবেষণায় উঠে এসেছে গার্মেন্ট সেক্টরের নারীশ্রমিকেরা অন্যান্য সেক্টরের নারীশ্রমিকদের থেকে অনেক বেশি দৃশ্যমান এবং গার্মেন্ট সেক্টরে অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় চাকরির শর্তাবলীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধা পায়। গবেষণাটিতে ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু বাধাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাধাগুলি হল: নেতৃত্বদানে বৈষম্য, ট্রেড ইউনিয়নের ভিতরে নেতৃত্ব দানে বৈষম্য, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, নারীদের জন্য অনমনীয় মিটিংয়ের সময়, যৌন হয়রানি এবং পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব। ট্রেড

ইউনিয়নে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য গবেষণায় ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমগুলির মধ্যে নমনীয়তা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতা আনা, ট্রেড ইউনিয়নের আইনগত কাঠামো পুনঃপ্রণয়ন করা, শ্রম আইনের বাস্তবায়ন এবং নারীশ্রমিকদের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরীন সমস্যার পথ খোঁজা, ট্রেড ইউনিয়নকে শক্তিশালীকরণ এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতা প্রোগ্রাম গ্রহণ ইত্যাদি সুপারিশ উঠে আসে।

গবেষণা প্রতিবেদনের উপর মতবিনিময় সভা

‘অধিকার আদায়ে সকল শ্রমিকদের কনফেডারেশনের আওতায় সংগঠিত করতে হবে’- মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এমপি

অধিকার আদায়ে সকল শ্রমিকদের কনফেডারেশনের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করতে আহ্বান জানান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান এমপি। তিনি ৭ নভেম্বর ব্রাক সেন্টারের কনফারেন্স হলে ‘ট্রেড ইউনিয়নের সর্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমতার উপায় চিহ্নিতকরণ’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের উপর আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই বক্তব্য রাখেন। ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় ‘নারীশ্রমিক কণ্ঠ’সহ কর্মজীবী নারী ০৭ নভেম্বর উক্ত গবেষণাটির উপর এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। গবেষণাপত্রে বলা হয়, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং শ্রমবাজারে স্থিতিবস্থা তৈরিকরণে ট্রেড ইউনিয়নে নারী-নেতৃত্ব বিকাশে সামাজিক, পারিবারিক এবং আইনগত বাধা দূরীকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষ, নারী-নারী নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়ে তুলতে হবে। গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন ড. তানিয়া হক, সহযোগী অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র সদস্য হামিদা খাতুনের শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে মতবিনিময় সভা শুরু হয় এবং মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন রোকেয়া রফিক, নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী ও সদস্য-সচিব নারীশ্রমিক কণ্ঠ। গবেষণাপত্রের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন ফ্রানজিসকা কর্ন, আবাসিক প্রতিনিধি, ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)। মতবিনিময় সভায় নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র আহ্বায়ক শিরীন আখতার এমপি’র সভাপতিত্বে গবেষণার উপর মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাক্তন গবেষক, বিআইডিস এবং সভাপতি কর্মজীবী নারী, সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. রওনক জাহান, ডিসটিংগুইসড ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন: সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস্ ও আমিরুল হক আমিন, সভাপতি, ন্যাশনাল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। এছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের নারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লীমা ফেরদৌস, সভাপতি, গার্মেন্টস-শ্রমিক কর্মচারী লীগ; শাহিন আক্তার পারভীন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ ও সুলতানা বেগম, সভাপতি, গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এবং শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ট্যানারী নারীশ্রমিক মৌসুমী ও গার্মেন্ট নারীশ্রমিক কনিকা আক্তার।

বক্তারা মতবিনিময় সভায় ট্রেড ইউনিয়নে নারী-নেতৃত্ব বিকাশে সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধা দূরীকরণ, নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাসকরণ, নারীশ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল তৎপরতা পর্যবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে পিরিওডিক্যাল বৈঠক করা, শ্রম আইনের নারীবান্ধব ধারা-উপধারাসমূহ বাস্তবায়ন এবং সাংঘর্ষিক ধারাসমূহ সংশোধনের সুপারিশ করেন।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র আহ্বায়ক শিরীন আখতার এমপি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নসহ সকল স্তরে নারী-পুরুষের ৫০:৫০ সমতা অর্জনে তৃণমূল পর্যায় থেকে সার্বিক জাগরণ এবং বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানসিকতার পরিবর্তনই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে। তিনি আরও বলেন, গৎবাধা তৎপরতা থেকে ট্রেড ইউনিয়নকে বের হয়ে বাস্তবভিত্তিক ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সদস্যভুক্ত সংগঠনগুলির কার্যক্রম

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্য সংগঠনের উদ্যোগ

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করতে হবে

বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের দাবি

বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ৩ নভেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির স্বাধীনতা হলে দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শিরীন আখতার এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এমপি বলেন, সরকারি চাকরিজীবীদের মতো গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্যও মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা প্রয়োজন। মন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৮ সালে মজুরি বোর্ড গঠন করে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হবে। বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি অ্যাড. শেখ মো. জাকির হোসেন এর সভাপতিত্বে ও ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন, বিলস্ এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ, গার্মেন্টস শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের সদস্যসচিব বদরুদ্দোজা নিজাম, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার, মুক্তিযোদ্ধা পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সদস্যসচিব মো. ওসমান আলী প্রমুখ।

পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রম সংবাদ

পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রম সংবাদ: শ্রমিকের খবর-কর্মক্ষেত্রের খবর

গাজীপুরের তৈরি পোশাক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ

গত ৩ জুলাই গাজীপুরের কাশিমপুরের নয়াপাড়া এলাকায় পোশাক কারখানা মাল্টি ফ্যাবস লিমিটেডে বয়লার বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত ও প্রায় অর্ধশতাধিক আহত হয়। ঈদের ছুটির পর ৪ জুলাই কারখানাটি খোলার কথা ছিল। এ জন্য ৩ জুলাই থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। ঐ দিন দুপুরের পর ডাইং ইউনিটের বয়লার সেকশনটি চালু করা হয়। এতে ২৫ থেকে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দে বয়লারটির বিস্ফোরণ ঘটলে চারতলা ভবনের নিচতলা ও দোতলায় দুই পাশের দেয়াল, দরজা-জানালা ও যন্ত্রাংশ উড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এতে কারখানার শ্রমিক ছাড়াও সামনের রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী লোকজন আহত হয়।

উল্লেখ্য, বয়লার বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি পরিবারকে লাশ দাফনের জন্য ২০ হাজার টাকা করে প্রদান ও শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে আহতদের চিকিৎসা খরচ দেয়া হবে।

গত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর গাজীপুরের টঙ্গির বিসিক শিল্প নগরীতে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড নামে একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৩৮ জন নিহত ও কমপক্ষে ১৫ জন আহত হন।

(সূত্র: প্রথম আলো এবং অনলাইন পত্রিকা CHT Media24.com).

ডিমের কুসুম ছড়িয়ে যাওয়ায় গৃহশ্রমিক সাবিনার উপর নির্যাতন

ডিমপোচ ভালভাবে করতে না পারায় গৃহকর্ত্রী গৃহশ্রমিক সাবিনার উপর নির্যাতন করে। সাবিনার বয়স ১১ বছর। ৩ জুলাই এর ঘটনা। ডিমের কুসুম ছড়িয়ে যাওয়ায় গৃহকর্ত্রী সাবিনাকে বুকে ও হাতে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়। রুটি বানানোর বেলুন দিয়ে পেটান। আঘাতে কালো হয়ে ফুলে প্রায় বন্ধ সাবিনার দুই চোখ। মাথা, গলা, পিঠ, উরুসহ সারা শরীরেও নতুন-পুরানো অসংখ্য দাগ। পল্লবী থানা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) কে এসব জানায় নির্যাতিত সাবিনা। সাবিনাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেই উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার সম্মিলিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছয় মাস আগে টাঙ্গাইলের সাবিনা ঢাকায় কাজ নেয় লে. কর্ণেল তসলিম আহসানের বাসায়। মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, শিশুটির ওপর নির্যাতন চালান তসলিম আহসানের স্ত্রী আয়েশা লতিফ। গত ৩০ জুন সর্বশেষ নির্যাতনের শিকার হয় সে। শিশুটি কোনভাবে মিরপুরের ডিওএইচএসের বাসা থেকে পালাতে সক্ষম হয়। মিরপুর ১২ নম্বরে মিরপুর সেনানিবাসের কাছে মোল্লা মার্কেটের সামনে থেকে স্থানীয় ব্যক্তিরা যখন তাকে উদ্ধার করে তখন শিশুটি ভালভাবে হাঁটতেই পারছিল না। উদ্ধারের পর শিশুটিকে পল্লবী থানায় নেয়া হয়। সেখানেই সে বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে মামলা করে। শিশুটির আইনী সহায়তা দেবে বিএনডব্লিউএলএ। (সূত্র: প্রথম আলো)

নারীশ্রমিকের অধিকার

শ্রম আইনে নারীশ্রমিকের নিরাপত্তা

বর্তমান বাংলাদেশ শ্রমবাজারে দৃশ্যত নারী-পুরুষের বেতনের হার এক হলেও বাস্তবে নারীশ্রমিকদের একই মজুরিতে অধিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে যা তাকে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিতে ফেলছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিরাপত্তা বিধান বিষয়ে ৬৩ ধারার ১ নং উপধারায় বলা আছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিক ৫০ কিলোগ্রাম এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা শ্রমিক ৩০ কিলোগ্রাম ওজন বহন করতে পারবে। ধারা ২-এ বলা আছে যদি মালামাল নিয়ে উপরে উঠতে হয় তবে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে ৪০ কিলোগ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ক্ষেত্রে ২৫ কিলোগ্রামের অধিক হইবে না এবং উপধারা-৪ এ বলা আছে ৫০ কিলোগ্রাম ওজন বহনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষশ্রমিক যে হারে মজুরি পাবে ৩০ কিলোগ্রাম ওজন বহনের ক্ষেত্রে একজন মহিলাশ্রমিক একইহারে মজুরি পাবে।

প্রস্তুতকরণ: কাজী গুলশান আরা দীপা, লিগ্যাল এডভাইজার, কর্মজীবী নারী।

নারীশ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ

পিরিয়ডকালীন নারীশ্রমিকের স্বাস্থ্য সচেতনতা

পিরিয়ডকালীন সময়ে অপরিস্কার কাপড় ব্যবহার করা যাবে না এবং দীর্ঘসময় একই কাপড় বা প্যাড পরিধান অথবা ব্যবহার করা যাবে না। নোংরা ও অপরিস্কার কাপড়ে ধুলা, সুতা ইত্যাদি থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সংক্রমণের ফলে-

১. তলপেটে প্রদাহের সৃষ্টি হয়।
২. অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়।
৩. বন্ধ্যাত্ব।
৪. জরায়ুর বাইরে বাচ্চা ধারণ (ECTOPIC pragnancy) ও
৫. স্বাভাবিক দাম্পত্যের ব্যাঘাত ঘটে।

আসুন, সুস্থ থাকি। জীবানুমুক্ত পরিস্কার কাপড় বা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করি।

(পরামর্শ দিয়েছেন: **ডা. বিলকিস বেগম চৌধুরী**, সহযোগী অধ্যাপক, প্রসূতিও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ এবং ফিস্টুলা সার্জন, কুমুদিনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।)

গণমাধ্যমে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কর্মপ্রবাহ

সম্পাদনা: রাহেলা রব্বানী, পরিকল্পনা ও পরামর্শ: রোকেয়া রফিক, সমন্বয়: হাছিনা আক্তার নাইনু। নকশা ও মুদ্রণ: রেডলাইন প্রকাশক: নারীশ্রমিক কণ্ঠ, সচিবালয়: কর্মজীবী নারী, ৬৭/বি ইন্দিরা রোড, পশ্চিম রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫; ফোন: ৯১৩৫৯৭৭; ফ্যাক্স: ৯১১৯৯৫৪; ইমেইল: knari@agni.com; ওয়েবসাইট: www.karmojibinari.org.bd; Facebook: Facebook.com/Karmojibi Nari
সহযোগিতায়: ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Editor: Rahela Rabbani. Plan and Advise: Rokeya Rafique. Coordination: Hasina Akhter Nainu. Published by: Nari Sramik Kantho. Secretariat: Karmijibi Nari. Supported by: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Cover Design Illustration & Printing: redline

কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI